আমাদের উৎসব

১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৮ | ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন | Future in Frames

০৪

মঙ্গলবার | ৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ | ৪ পাতা | মূল্য ৫ টাকা

একটি হাউজফুল সন্ধ্যা

পুরো উৎসবপ্রাঙ্গণ জুড়ে প্রতিবারই থাকে ক্ষুদে চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের আনাগোনা। এদের মধ্যে একদল আমাদের উৎসবে শিশু প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত। শিশু বলে তাদের কাঁচা হাতে বানানো সিনেমাগুলো কিন্তু কাঁচা হয় না! বরং যথেষ্ট পরিপক্কতার পরিচয় দিয়ে সেসব হয়ে ওঠে উৎসবের অন্যতম মূল আকর্ষণ। উৎসবজুড়ে চলচ্চিত্র নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন থাকলেও, তাদের বানানো সিনেমাগুলোর প্রদর্শনী থাকে মুখ্য বিষয়গুলোর একটি। আর, থাকবে না-ই বা কেন? 'শিশুদের বানানো চলচ্চিত্র' বিভাগে জমা পড়া অনেক চলচ্চিত্রের মধ্যে নির্বাচিত হয় মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি। এবার এই বিভাগে চলচ্চিত্র জমা পড়েছিলো মোট ৭১ টি। তার মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছে ২১ টি চলচ্চিত্র। সেগুলোর প্রদর্শনী নিয়েই উৎসবের দ্বিতীয় দিন থেকে বেশ কিছু আয়োজন। অন্যান্য বিভাগের চলচ্চিত্র গুলোর তুলনায় এই বিভাগের চলচ্চিত্র সংখ্যা বেশি হওয়ায়, প্রদর্শনী হচ্ছে দু'টি পর্বে। গতকাল ২৯ শে জানুয়ারি, ছিলো শেষ দিনের মতো এই বিভাগের চলচ্চিত্রগুলোর প্রদর্শনী। উৎসবের অন্যতম ভেন্যু জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিকেল চারটায় শুরু হয় প্রদর্শনী। প্রদর্শনী শুরুর আগে ক্ষুদে সেসব চলচ্চিত্রকারদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেখানে প্রথমে তারা নিজেদের পরিচয় দেয়। কথা বলেন তাদের বানানো সিনেমাগুলো নিয়েও। প্রদর্শনী শেষে কথা হলো 'লাইফ উইদাউট ড্রিম' এর নির্মাতা শেখ শারফুদ্দিনের সাথে। সে বললো কীভাবে বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে সে সিনেমাটি বানিয়েছে। কিন্তু দিনশেষে যখন এতো মানুষ মিলে ছবিটি দেখলেন, তার পরিশ্রম পুরোপুরিভাবে সার্থক হয়ে গেলো। তাছাড়াও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, গতকাল সেসব সিনেমা দেখার জন্য মানুষের ঢল এতো ছিল যে, শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনী হল হাউজফুল ঘোষণা করতে হয়েছিলো। তাহলে বুঝে নিন, এই ক্ষুদে নির্মাতাদের নির্মাণের শক্তি কতোটুকু!

- নার্গিস হামিদ মনামী

প্রিমিয়ার শো

টিন ফিল্ম ওয়ার্কশপ ২.০

সিনেমা এবং এক্ষেত্রে উৎসাহীদের জন্য সিএফএস এর রয়েছে একটি বিশেষ ভালোবাসার স্থান। সেই সিনেমাপ্রেমীদের জন্য গত বছরের আগস্ট মাসে চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশ আয়োজন করেছিলো 'টিন ফিল্ম ওয়ার্কশপ ২.০'। এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছিল ২৫ জন সিনেমাপ্রেমী। অংশগ্রহণকারী সকলের বয়স ছিল ১৩ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী, অমিতাভ রেজাসহ দেশের বিখ্যাত নির্মাতারা। এছাড়াও শব্দ, চিত্রগ্রহণ এবং সম্পাদনার উপর নেয়া হয়েছিল পৃথক পৃথক ক্লাস। এরপর অংশগ্রহণকারীদেরকে এই ৩ মাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে সিনেমা নির্মাণ করতে বলা হয়।

সিনেমাপ্রেমীরা তো হতবাক! কিন্তু কী আর করার। তারা ৪ জন করে ৫টি দলে ভাগ হয়ে সত্যি সত্যি বানিয়ে ফেলল ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। গতকাল জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে সিনেমাগুলোর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। হলভর্তি দর্শক জমা হয়েছিল ক্ষুদে নির্মাতাদের এই সিনেমাগুলো দেখতে।

সিনেমাগুলো নির্মিত হয়েছিল শূণ্য বাজেটে এবং নির্মাতাদের কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই। বিপ্রতীপ, বিড়ালনামা, উন্মোচন, ভিকটিম এবং আমেনার গল্প নামে ৫টি চমৎকার সিনেমা বানিয়েছেন ২৫ জনের এই ক্ষুদে সিনেমাপ্রেমীর দল।

-নওশীন আনজুম

"শিশুদের নতুন পথ দেখাবে এ উৎসব"

- উৎসবে আবীর আব্দুল্লাহ

উদ্বোধনের দিনই নিজ সন্তানকে সাথে নিয়ে উৎসবে এসেছিলেন দেশের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী আবীর আব্দুল্লাহ। যিনি একাধারে ইউরোপিয়ান প্রেস এজেন্সির প্রতিনিধি, দৈনিক প্রথমআলো পত্রিকার আলোকচিত্র বিভাগের উপদেষ্টা এবং পাঠশালার শিক্ষক। প্রথমবার উৎসবে এসে দারুণ খুশি তিনি। বড়দের জন্য এত আয়োজনের ভিড়ে ছোটদের এই উৎসব খুব জরুরী বলে মনে করেন তিনি। শিশুদের মেধা বিকাশে এমন আয়োজন বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে জানালেন আবীর আব্দুল্লাহ। শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক গন্ডি থেকে বের করে শিশুদের নতুন পথ দেখাবে এ উৎসব, এমনটাই তাঁর প্রত্যাশা। ভবিষ্যতে এ উৎসব থেকে উঠে আসা নির্মাতারাই চলচ্চিত্র দিয়ে বিশ্বজয় করবে বলে স্বপ্ন দেখেন গুণী এ আলোকচিত্রী।

-ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

উৎসবে আঁখি ও তার বন্ধুরা

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আঁখি সাধারণ স্কুলে পড়তে আসে। শুরুতে বিপত্তি বাঁধলেও, একসময় সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে, বন্ধুদের সাহায্য নিয়েই তার প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। বন্ধুর বানানো ঝুনঝুনিওয়ালা বল দিয়ে ক্রিকেট খেলে, দলকেও জেতায় আঁখি। অন্যদিকে ঘুরতে গিয়ে একদল ডাকাতের কবল থেকেও দুঃসাহসী আঁখি-ই পথ দেখিয়ে মুক্ত করে আনে বন্ধুদের।

এমনই গল্পটা "আঁখি ও আমরা কজন" বইয়ের মোড়কে এনে দিয়েছিলেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। সেই গল্পই "আঁখি ও তার বন্ধুরা" নামে সেলুলয়েডে রূপ দিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম।

মনন চলচ্চিত্র এবং ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড প্রযোজিত ও লাভেলো আইসক্রিম নিবেদিত এই চলচিত্রটি রাষ্ট্রীয় অনুদানে নির্মিত হয়। একাধারে রাজধানীসহ দেশের ছয়টি প্রেক্ষাগৃহে গত ২২ ডিসেম্বর একযোগে মুক্তি পেয়েছিল 'আঁখি ও তার বন্ধুরা।"

চলচিত্রটিতে শিশুশিল্পী হিসেবে ছিলেন জাহিন নাওয়ার হক ইশা, অনন্য সামায়েল, সৈয়দ আশিকুজ্জামান, নাবিদ হাসান অমি, আয়মান মাহমুদ, সাকিব আহমেদ, আরিয়ানা কবির, সুস্নাত দ্রবন্তী, জুয়ায়রিয়া আহমেদ প্রত্যাশা। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছন সুর্বণা মুস্তাফা, তারিক আনাম খান, আল মনসুরসহ আরো অনেকে।

১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচিত্র উৎসবের চতুর্থ দিন, ৩০শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায়, শওকত ওসমান মিলনায়তনে প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে "আঁখি ও তার বন্ধুরা।

- সামিয়া শারমিন বিভা

"ছোটদের সামনে বড়দের বিব্রত হওয়াটা ছোটদের জন্যও বিব্রতকর।"

"ছোট্ট ফটোগ্রাফারকে দেখেছো কেউ?" এভাবেই খোঁজ করা হয় তার। এবার প্রথমবারের মত আমাদের উৎসবে পাঁচ জনের ফটোগ্রাফার টীমে একজন ছোট্ট ফটোগ্রাফার রয়েছে। তার নাম পঞ্চম শ্রেণিতে পড়য়া শমিত আনোয়ার। উৎসব প্রাঙ্গনে চশমা চোখে, গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে গম্ভীরভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাকে। তিনি ফটোগ্রাফার হলেও তার ভালো লাগে ছবি আঁকতে আর স্টপ মোশন এনিমেশন বানাতে। ইতোমধ্যে সে নয়টি স্টপ মোশন ছবি বানিয়েছে। সে যে শুধুই গম্ভীর তা নয়। সে দার্শনিকদের মতো করেও কথা বলে। উৎসবে তার বিখ্যাত সংলাপটি হলো, "ছোটদের সামনে বড়দের বিব্রত হওয়াটা ছোটদের জন্যও বিব্রতকর।" সে আরও জানিয়েছে উৎসবের কাজের চাপ তাকে ভালো লাগা এবং খারাপ লাগার মিশ্র অনুভূতিতে রাখে। সে বড় হয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে পড়াশুনা করতে চায়।

-অমৃতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠেশ্বরী

THE POPCORN DIARIES

HONORABLE JUDGES

The competition has been held under three different categories, one of the categories are "child filmmakers' section" which is for Bangladeshi children who are aged under 18. 71 films were submitted in this section while 21 films have been selected for screening. Five talented individuals have been selected as the members of boar of jury for child filmmakers' section. The interesting thing is each of the members of the jury board are children who are also aged below 18. Mubtasim Alvee is a young filmmaker who is dedicated towards filmmaking and is also an uprising visual designer. Samia Hasan who is a cultural activist and also enthusiastic about filmmaking. she made a short film with four of her friends. Fariha Jahin who's journey with children's film society started from 2014 is an undergraduate student in University of Dhaka. She was a participant in national cartoon festival. Abonti Mukherjee is a multi-talented child who has a gifted talent for all the fields of media. She has worked on many national and international projects. Raunaq Jahan Rafa is a young mind who has craving for knowledge in this medium.
When we interviewed one of the jury Abonti Mukherjee about the feeling of being a judge in such competition for the first time, she expressed her feelings as exciting as well as nerve-racking. When she was asked about the marking process, she added, "we mainly tried to judge the films by the making but as there were some technical faults such as subtitle and some other problems, I tried to overlook those because we all are learners and children and I myself am a child."

- Jannat Rahman

HOW TO MAKE A FILM WITH NO MONEY

The artform that takes the most planning and teamwork is, quite possibly, filmmaking. To write, all one needs is a pen and paper (or, in the 21st century, a laptop). To capture a photograph, all one needs is a camera. To paint, all one needs is colour paints and a canvas. To make a film, however, one needs to plan the story out across frames and shots and then edit it to tell the story how he or she wants it, and the whole process is not only time-consuming and requiring of some money at least, but also needs a good, cooperative team to work with. Film is a complex art, and so to make a film is usually very demanding. To make this artform more accessible to the general population, what we need is to make filmmaking accessible to people with zero budget and zero experience. That is exactly what Mark Bishop hoped to achieve with his workshop on Zero Budget FIlmmaking.
Hailing from Big Stage Theatre in the U.K., this week at the festival we are hosting Mark, with the help of British Council, to conduct this 2-day workshop with the delegates of the Children's Film Section, Youth Film Section, and Social Film Section, of the competitive panorama at the festival. The workshop had two focuses for the delegates to learn - one, to learn how to make films on a zero budget, and two, to learn how to teach others to make a film on no budget. The vision was to create a ripple-effect and make sure each individual attending the workshop can teach a few others how to make a film on no budget when they go home from this amazing week. The young filmmakers participated in many interactive and group activities, including fun warm-ups, interviewing strangers, and, finally, making a film using just their phone. Because this was a filmmaking workshop with a focus on it being zero-budget, a lot of emphasis throughout was on using the participants' own mobile phones for shooting, editing, and sharing the film. One of the child delegates, Zawad, remarked that as someone who has had experience and can afford to make films on DSLR instead of a phone, it really helped him gain some perspective on zero-budget, zero-experience filmmaking and he hopes to implement it in the future when teaching others who don't have such luxuries filmmaking. Another delegate, Turja, said he has hopes of founding a film club at the institution where he studies, through which he can teach others how to make a film with no money.
The two-day workshop ended on day 3 of the festival with bittersweet goodbyes exchanged between the delegates and Mark. As the final product of the workshop, the participants, in groups, created 2-minute short films with 6 scenes and 12 shots, shot and edited using their own phones. It was a unique experience for all the delegates involved, and all of them enjoyed their time at the workshop tremendously. We can't wait to see what amazing things that our young filmmakers churn out from all that they've learned!

- -Raidah Morshed

Editor: Ashik Ibrahim
Bulletin Advisor: Kamrul Hasan Moon
Co-editor: Monami Hamid, Samia Sharmin Biva, Syeda Ashfah Toaha Duti, Riddha Aninda
Co-ordinator: Jannat Rahman
Reporter: Amritanjoli Shreshthesshory, Noshin Nuha, Raidah Morshed
Graphic Design: Sadiq Mahmood, **Illustration:** Rakeeb Razzak
Photographer: Shoumit, Mahmeema, Afreeda, Sukonna, Tamanna, Rad, Joy

Organized by
Supported by
Strategic Partners
Associated Partners
Branding Partner
Hospitality Partner